ইত্তেফাক

তারিখ 17/2/79
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

049

আগামীকাল জাতীয় সংসদ নির্বাচন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

আগামীকাল (রবিবার) জাতীয় সংসদ নির্বাচন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ইহা দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এইবারের নির্বাচনে সর্বমোট ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৬৪ জন ভোটার রহিয়াছেন। তন্মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ২ কোটি ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮১২ জন এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩ হাজার ৮৫২ জন।

'৭৩ সনে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫২ লক্ষ ৫ হাজার ৬৪২।

'৭০ সনের যে নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল, সেই নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১২ লক্ষ ১১ হাজার ২২০।

বিগত নির্বাচনগুলির তুলনায় '৭৯রের নির্বাচনে সর্বাধিক দল এবং সর্বাধিক প্রার্থী অংশগ্রহণ করিতেছেন। ১৯৭৩ সালে ২জন মহিলাসহ মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৭৫জন। এবার ১৬ জন মহিলাসহ মোট প্রার্থীর সংখ্যা ২ হাজার ১শত ২৫জন। তিনজন প্রার্থী তিনটি কেন্দ্রে এবং ১৮জন প্রার্থী দুইটি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। ৩শত আসনের মধ্যে সর্বাধিক প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছে বিএনপি. ২শত ৯৮ জন। ২ শত ৯৫টি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ (মালেক), ২ শত ৬৫টি কেন্দ্রে মুসলিম লীগ-আইডিএল, ২-শত ৪০টি আসনে জাসদ, ১ শত ৮৩টি আসনে আওয়ামী লীগ (মিজান, ৮৯টি আসনে মোঃ-ন্যাপ, ৭০টি আসনে ইউপিপি: ৪৬টি আসনে গণ-ফ্রন্ট এবং ৩৭টি আসনে ন্যাপ (নু জা) প্রার্থী মনোনয়ন দিয়াছে। ঘোষণা মোতাবেক উল্লিখিত ৯টি রাজনৈতিক দলের

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

আগামীকাল নির্বাচন

(১ম পৃঃ পর)

সরকারের পক্ষ হইতে নির্বাচনী প্রচার সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য। জাগদল ২৯টি আসনে, ন্যাপ (নাসের) ২৮টি আসনে, সাম্যবাদী দল ১৯টি আসনে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ১৮টি আসনে, লেবার পার্টি ১৬টি আসনে, জাতীয় লীগ ১৪টি আসনে, কমিউনিষ্ট পার্টি ১১টি আসনে, জাতীয় জনতা পার্টি (কোরেশী) ৯টি আসনে, জাতীয় একতা পার্টি ৫টি আসনে, বিজেএমপি ও পিডিপি ৩টি আসনে, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ও ইউনাইটেড রিপাবলিক পার্টি ২টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছে। অবশিষ্ট ৪টি দল যথা এন আই পি, এন আর পি পি, বিটিএস, ও জিএএল হইতে মাত্র ১ জন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন।

১৯৩৫ সনে বৃটিশ ভারতে নির্বাচন বিধি প্রণয়নের পর এই দেশে জাতীয় পর্যায়ে ৬টি সংসদীয় নির্বাচন ও ৪টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন (২টি আস্থা ভোট) অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই হিসাবে আগামীকাল ৭ম সংসদীয় নির্বাচনের দিন। ১৯৩৭ সনের নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হয়। ১৯৪৬ সনেও মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। ১৯৫৪ সনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়।

১৯৬১ সনে তদানীন্তন পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান 'হ্যাঁ-না ভোটে' আস্থা লাভ করেন। '৬৫ সনে মৌলিক গণতন্ত্রী পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান ৫ বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। '৬৫ সনের ২১শে মে একই পদ্ধতিতে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পর অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সনের নির্বাচন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর '৭০-এর' নির্বাচনে নির্বাচিত এম এন এ ও এমপিরা জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেন এবং ইহার ভিত্তিতেই '৭৩ সনের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্টের পর '৭৭ সনে হ্যাঁ না ভোটে প্রেসিডেন্ট জিয়া আস্থা লাভ করেন। তারপর ১৯৭৮ সনের ৩রা জুনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইহার পর সাধারণ নির্বাচন ৭৮এর ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। পরে নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ২৭শে জানুয়ারী '৭৯ ঘোষণা করা হয়। ইহার পর এই তারিখ পিছাইয়া ১২ই ফেব্রুয়ারী ধার্য করা হয়। সর্বশেষে এই তারিখ পিছাইয়া ১৮ই ফেব্রুয়ারী নির্ধারিত হয়। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐক্যবদ্ধভাবে ১০টি রাজনৈতিক দল এবং পৃথকভাবে আরও ৬টি দল বিভিন্ন দাবী-দাওয়াতে নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানাইয়াছিল। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচন বয়কটের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। তবে শেষ পর্যন্ত জাতীয় জনতা পার্টি (ওসমানী), পিপলস লীগ (রাজী), জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, গণআজাদী লীগ (তর্কবাগীশ), ডেমোক্রেটিক লীগ, ন্যাশনাল ফ্রন্টফর ডেমোক্রেট প্রভৃতি দল নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

দেশের ছোট বড় ৫৫টি দল প্রথমে নির্বাচনী প্রতীকের জন্য আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু প্রতীক গ্রহণ করে ৩১টি দল। অবশ্য প্রতীক গ্রহণ করার পরও দুইটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই। ১৯৭৩ সালেও ১৭টি দল প্রতীক গ্রহণ করিয়া অবশেষে দুইটি দল অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই।

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনু- ষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশ ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াছে। ভোট গ্রহণের জন্য দেশব্যাপী ২১ হাজার ৯ শত ৫টি পোলিং ষ্টেশ এবং ৬৭ হাজার ১ শত ৫০টি পোলিং বুথ খোলা হইতেছে। প্রতিটি পোলিং ষ্টেশনে একজন প্রিজাইডিং অফিসার, একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসা এবং প্রত্যেক বুথে ভোট গ্রহণের জন্য দুইজন পোলিং অফিসা থাকিবেন। রবিবার সকাল ৮টা হইতে একটানা অপরাহ্ন সা ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ ক হইবে।